কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১০ কলাম 2

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

দেশের উচ্চশিক্ষা এবং আমাদের ভাবনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট দীর্ঘদিনের। তবে এরশাদবিরোধী আন্দোলন, শাসনকাল এবং তৎপরবর্তী সময়ের মতো এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেশনজটের কবলে ভারাক্রান্ত–এমনটি বলা ঠিক হবে না। বিভিন্ন সময় ছাত্র সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় ঠিক, আবার দুই-তিন মাসের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় ২০১৩ সালের শেষ দিকে এবং নির্দিষ্ট করে বললে এ বছরের প্রথম তিন মাস বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালোভাবে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেনি সত্য, তবে মোটা দাগে এ দুটি সময় বাদ দিলে বিগত বছরগুলোয় দেশের বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভালোভাবে চলে আসছে। এ সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে (যার সঙ্গে ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্র সংঘর্ষের সম্পর্ক নেই) সমস্যা তৈরি হয়; এর মধ্যে রয়েছে ভর্তি ফি বৃদ্ধি, কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী মারা গেলে এবং উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। এসব কারণে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট তৈরি হয়েছে।

তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। তাদের নেই উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন তবুও সেশনজট প্রায় তিন বছর। সম্প্রতি একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেশনজটের ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেমনি নিজেদের ডিগ্রি নিতে দীর্ঘ সময় পার করতে হয়। পাস করার পর সরকারি চাকরির জন্য হাতে বেশি সময় থাকে না। কেন এমন হচ্ছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখা দরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা নিশ্চয়ই করছে। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য আসছে না। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সেশনজটের কবলে নেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। অবরোধের সময়ও তাদের ক্লাস-পরীক্ষা হয়। এ ছাড়া ছুটির দিন তারা ক্লাস নিয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়। সমস্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। নীল-সাদার বদৌলতে এক পক্ষ এক সময় ক্লাস নিতে আগ্রহী তো অন্য পক্ষ অন্য সময় ক্লাস নিতে আগ্রহী। অথচ আমরা শিক্ষক না হয়ে যদি সরকারি কর্মকর্তা হতাম তাহলে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন অফিস করতে হতো।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা বহুমাত্রিক। বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটমুক্ত এবং পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে দেশের উচ্চশিক্ষার এক বিরাট অংশ হতাশায় ভুগছে। তাদের অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা আরো বেশি। একে তো তীব্র বেকারত্ব তার ওপর তিন বছর অতিরিক্ত সময় ব্যয় করায় প্রতি মাসের খরচসহ শিক্ষা উপকরণে একজন শিক্ষার্থী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করছে। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি বিভাগ নিজেদের মতো করে স্বাধীন। নিজেরা একাডেমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করে ক্লাস পরীক্ষা নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার তারিখ না দিলে কলেজের কোনো বিভাগ পরীক্ষা নিতে পারে না। কেননা একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়।

প্রায় সারা বছরই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা লেগে থাকে। এ সময় শিক্ষকরা ভালোভাবে ক্লাস নিতে পারেন না। ফলে পরীক্ষার তারিখ বিলম্বিত হয়, অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেমিস্টার পদ্ধতিতে চলছে বিধায় একই সময়ে সব বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয়। কেউ কোনো কোর্সের বা পুরো সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে না পারলে চার বছরের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে ওই পরীক্ষাটি দিতে পারে। সুবিধা বেশি বিধায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে পারে। আর তা না করলেও বর্তমান কাঠামোর মধ্যে একই সঙ্গে সব বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণ করলে আমার ধারণা সেশনজট কমানো সম্ভব। যদি কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় খারাপ করে তার এক বছর ক্ষতি হবে। এর জন্য অন্য শিক্ষার্থীদের বসিয়ে রাখার প্রয়োজন পড়বে না।

তবে বড় সমস্যা কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এ ক্ষেত্রে কিছু করার ক্ষমতা খুবই কম। সমস্যাটি প্রায়োগিক; কেননা কলেজগুলোতে প্রতিটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে কয়েক গুণ শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। দেশের বড় বড় কলেজগুলোতে ২০ হাজারের (এমনকি এর বেশিও হতে পারে) মতো শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের সবার পরীক্ষা একসঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সকাল-বিকেল কিংবা ছুটির দিন অথবা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে পারে। এ মতামতগুলো পুরোপুরি বাস্তবসম্মত নয় তবে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর ধারণা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারলে সমাধান পাওয়া যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিলে অবশ্যই ধাপে ধাপে আসনসংখ্যা কমাতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আবার অবকাঠামো যদি বড় সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমরা অবকাঠামো তৈরি করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন অর্থ। সমস্যা অন্য জায়গায়ও রয়েছে। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে যেখানে ক্লাস নেওয়া যায় না, সেখানে একই সঙ্গে সব বর্ষের পরীক্ষা গ্রহণ কিভাবে সম্ভব। পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগও এখানে জরুরি। আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি–এখানে প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষক পাওয়া সম্ভব কিন্তু কলেজের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার কলেজগুলোর মধ্যে শিক্ষক ভারসাম্য বজায় রাখাও সম্ভব নয় কেননা শিক্ষকরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন। যে কেউ যেকোনো সময় অন্যত্র বদলি হয়ে যেতে পারেন। এখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু করার থাকে না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে সেমিস্টার পদ্ধতি কিংবা একই সঙ্গে সব বর্ষের পরীক্ষা নেওয়া কাজ দেবে কি দেবে না নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করা যেতে পারে। এ বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের ভাবতে হবে। বিদ্যমান কাঠামো রেখে সম্ভব নয়তো কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভব। তবে যে পন্থায় হোক না কেন সেশনজট দূর করা উচিত।

লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
neazahmed_2002@yahoo.com